# কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারপতি **: বিবেক চৌধুরী, বিচারপতি।**

**ত্রিদিব সরকার - বনাম -- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**

সি. আর. আর-২০২ সাল ২০২২, যাহা ২৬/ ০৪/২০২৩ তারিখে নিষ্পত্তি হয়েছে।

**ফৌজদারী দণ্ডবিধি ( ১৯৭৪ সালের ২ নং), ধারা ৪৮২ -- চার্জশিট বাতিল করা----প্রথম-দৃষ্টতঃ মামলা--- অভিযোগ এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা খবরদাতার পরিচয় ব্যবহার করে এবং 'ক্যাশ অন্ ডেলিভারি' বিকল্পের মাধ্যমে অনলাইনে বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার দেয়--- তদন্ত চলাকালীন অনলাইন ব্যবসায়ীদের যেমন ফ্লিফকার্ট, স্ন্যাপডেল্, মিন্ত্রা'কে অনুরোধ করা হয়েছিল ক্যাশ অন ডেলিভারির ভিত্তিতে তাদের কাছে করা প্রাসঙ্গিক অর্ডারগুলির আইপি ঠিকানা জানানোর জন্য-- আইপি অবস্থান ( 'লোকেশন্') এবং আইপি ঠিকানা থেকে এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কম্পিউটার ব্যবহার করেছে- ব্রডব্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থেকে অভিযুক্তের পরিচয় এবং ছবিও তদন্তকারী অফিসারের (আইও)-এর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল-প্রাথমিকভাবে মামলা তৈরি হল - চার্জশিট বাতিলযোগ্য। তথ্য প্রযুক্তি আইন (2000 সালের 21), ধারা ৬৬ (সি) -**

(৫,৬,৭ অনুচ্ছেদ)

**আইনজীবীদের নাম**

---

আবেদনকারীর পক্ষেঃ বি কে বোস; বিদ্বান এপিপি রুদ্রগুপ্ত নন্দী,

প্রতিবাদী পক্ষেঃ মিসেস সোনালী দাস,

---

1. **আদেশঃআবেদনকারী একজন** অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। জনৈক ডাঃ পঙ্কজ কুমার দেবনাথ, প্রকৃত অভিযোগকারী ( ' ডি- ফ্যাক্টো কমপ্লেন্যান্ট') এবং এই মামলায় ২নং বিরোধী পক্ষ ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, যেখানে আরও অন্য কিছুর সাথে বলা হয়েছে যে, 2015 সালের মার্চের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে অভিযোগকারী ( ' ডি- ফ্যাক্টো কমপ্লেন্যান্ট') চন্দননগর পুলিশ স্টেশন থেকে একটি ফোন কল পেয়েছিলেন এবং চন্দননগর পুলিশ স্টেশনের সাথে সংযুক্ত পুলিশ অফিসার তাকে জানিয়েছিলেন যে তার নাম, ফোন নম্বর এবং ঠিকানা ব্যবহার করে কোনও অজানা ব্যক্তি জনৈক এ. ব্যানার্জিকে মৃত্যুর হুমকি সম্বলিত একটি চিঠি পাঠিয়েছে।পরবর্তীকালে, 2015 সালের মে মাসে তাঁকে আবার জানানো হয় যে, উক্ত এ. ব্যানার্জি বিভিন্ন পদ্ধতিতে হুমকি সম্বলিত কিছু চিঠি পেয়েছেন এবং সেই চিঠিতে প্রকৃত অভিযোগকারীর ( ' ডি- ফ্যাক্টো কমপ্লেন্যান্টন্ট') নাম প্রেরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।প্রকৃত অভিযোগকারীর ( ' ডি- ফ্যাক্টো কমপ্লেন্যান্ট') এই ধরনের হুমকির চিঠি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না।তিনি এ ব্যানার্জি নামে কোনও ব্যক্তিকে

চেনেন না এবং সেই অনুযায়ী তিনি 14ই মে, 2015 তারিখে স্থানীয় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেন যার জেনারেল ডায়েরি নং১৪৯১ তারিখ ১৪ই মে,২০১৫।2015 সালের 10ই মে থেকে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি প্রকৃত অভিযোগকারীর নাম, ফোন নম্বর এবং ঠিকানা ব্যবহার করে বিভিন্ন অনলাইন ব্যবসায়ীদের কাছে ক্যাশ অন ডেলিভারি পদ্ধতিতে অনলাইন ক্রয়ের অর্ডার দিতে শুরু করেন।২০১৫ সালের ১৫ই মে তারিখে জিডিই নং ১০৫ -এর মাধ্যমে ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনকেও এই বিষয়টি জানানো হয়েছিল।প্রকৃত অভিযোগকারী ( 'ডি- ফ্যাক্টো কমপ্লেন্যান্ট') ডাক বিভাগ থেকে আরও জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর নাম, ফোন নম্বর এবং ঠিকানা ব্যবহার করে কিছু জিনিস পোস্ট করা হয়েছে।তিনি জন-অভিযোগ নির্দেশকের কাছ থেকেও জানতে পেরেছিলেন যে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁর নাম, ফোন নম্বর এবং ঠিকানা ব্যবহার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছেন, প্রকৃত অভিযোগকারী ( ' ডি- ফ্যাক্টো কমপ্লেন্যান্ট') যেখানকার একজন সহকারী শিক্ষক।

পরবর্তীকালে, ২০১৫ সালের ১৭ ই আগস্ট প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী চিতপুর থানা থেকে জানতে পারেন যে, তাঁর নাম, ফোন নম্বর এবং ঠিকানা ব্যবহার করে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে একটি ভুয়ো চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং উক্ত শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসির 380 ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।যেহেতু প্রকৃত অভিযোগকারী কখনও এই ধরনের কোনও চিঠি পাঠাননি, তাই তিনি যথাযথভাবে স্থানীয় থানায় পুরো বিষয়টি জানান।পরবর্তীকালে, ২০১৫ সালের ২৫ শে জুলাই, পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি দ্বারা পরিচালিত একটি তদন্ত অনুসারে, প্রকৃত অভিযোগকারী জানতে পারেন যে, প্রকৃত অভিযোগকারীর নাম, ফোন নম্বর এবং ঠিকানা ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল।অবশেষে, প্রকৃত অভিযোগকারী ২০১৫ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর ব্যারাকপুরের সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দায়ের করেন।উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আইপিসির ৫০০/৫০৬ ধারার সাথে পঠিত তথ্য প্রযুক্তি আইনের 66 (সি) ধারার অধীনে এফ আই আর মামলা নং ১১ / ২০১৫ তারিখ ২০১৫ সালের 23শে সেপ্টেম্বর দায়ের করে।

2. তদন্ত চলাকালীন আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির 41এ ধারার অধীনে একটি নোটিশ পেয়েছিলেন এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তাকে উপরোক্ত মামলায় জড়িত করা হয়েছে।আবেদনকারীর অভিযোগ, তাঁকে এই মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছে।যাইহোক, তিনি ১৯ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে ব্যারাকপুরের

অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং একই তারিখে জামিনে মুক্তি পান।তদন্ত শেষ হওয়ার পর পুলিশ উপরোক্ত দণ্ডবিধির বিধানে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়।চার্জশিট দাখিল করার পর, আবেদনকারী উপরোক্ত এফআইআর মামলা এবং উক্ত এফআইআর মামলা থেকে উদ্‌ভূত 2015 সালের জি. আর. মামলা নং ৫৫৭২ বাতিল করার জন্য এই আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির -এর ধারা 482-এর অধীনে একটি আবেদন পেশ করেন।এই আদালতে আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদনটি 2019 সালের সিআরআর নং ১০০৮ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।এই রিভিশনের মামলাটি নিষ্পত্তি করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ, ১২ মার্চ, ২০২০ তারিখের আদেশে নিম্নলিখিত আদেশ সহঃ_

"এই আদালতের আদেশ অনুসারে, সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি এই আদালতে একটি রিপোর্ট পেশ করেছে।তবে, ব্যারাকপুরের 1ম আদালতের মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আজ পর্যন্ত কোনও অতিরিক্ত (' সাপ্লিমেন্টারি') চার্জশিট দাখিল করা হয়নি।

বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটরের জমা দেওয়া বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে তারিখ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যারাকপুরের 1ম আদালতের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করা হবে, আমি মনে করি যে আবেদনকারীকে অবশ্যই দস্তাবেজ এবং কাগজপত্রগুলি পাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত যার উপর প্রসিকিউশন তার মামলা প্রমাণ করতে চায়।আবেদনকারী যদি অসন্তুষ্ট হন, তবে আবেদনকারী যথাযথ পর্যায়ে এটিকে চ্যালেঞ্জ করার স্বাধীনতা রাখেন।

যেহেতু পাবলিক প্রসিকিউটর অতিরিক্ত (' সাপ্লিমেন্টারি') চার্জশিট জমা দেওয়ার সময়সীমা সম্পর্কে বলেছেন, তাই এই আদালত কোনও নির্দেশ দিচ্ছে না।তবে, আবেদনকারী প্রদত্ত আদেশের বিষয়ে মাননীয় বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং কার্যবিধিতে উপলব্ধ প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করতে পারবেন।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলির সঙ্গে, ২০১৯-এর সি. আর. আর ১০০৮-এর নিষ্পত্তি করা হল।

আই/সি, সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট আদালতে উপস্থিত রয়েছে।এই আদালতে তাঁর আরও উপস্থিতি মকুব করা হল।

সি.এফ্.এস্.এল্. - এর জমা দেওয়া রিপোর্ট রেকর্ডের সঙ্গে রাখা হল।

এই আদেশের জরুরি প্রত্যয়িত ছায়া-প্রতিলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয়

আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা হোক।

3. ২০১৯ সালের সি. আর. আর ১০০৮-এ এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, পুলিশ ১৭ই মার্চ, ২০২০ তারিখে ব্যারাকপুরের ১ম আদালতের মাননীয় বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সি. এস. এফ. এল রিপোর্ট সম্বলিত অতিরিক্ত ('সাপ্লিমেন্টারি') চার্জশিট জমা দেয়।আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তদন্তের সময় আবেদনকারীর কম্পিউটারটি অনুসন্ধান করা হয়েছিল এবং সেই সম্পর্কে সি. এস. এফ. এল-এর যে রিপোর্ট তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, " এই 'সার্চ হিট'-গুলির কোনোটিই প্রাসঙ্গিক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না"।অতএব, আবেদনকারীর দ্বারা প্রকৃত অভিযোগকারীর পরিচয় চুরির অভিযোগ একটি মিথ্যা অভিযোগ বলে প্রমাণিত হয় এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২000-এর ৬৬ (সি) ধারার অধীনে অভিযোগ টিকছে না।যেহেতু আবেদনকারী প্রকৃত অভিযোগকারীর পরিচয় চুরির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তাই তাঁকে আইপিসির ৫০০/৫০৬ ধারার অধীনেও দায়ী করা যাবে না। তাই আবেদনকারী চার্জশিট বাতিলের আবেদন করেছেন।

4. আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন যে আবেদনকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী।যে অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল, তাতে তিনি কখনও জড়িত ছিলেন না।আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন যে আবেদনকারী একজন নির্দোষ ব্যক্তি কারণ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে আবেদনকারী তার কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রকৃত অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর ব্যবহার করে হুমকির চিঠি, অনলাইন ক্রয়ের অর্ডার ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন।আবেদনকারীর কম্পিউটারটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা হয়।হার্ড ডিস্কের বিট স্ট্রিম চিত্র সি. এস. এফ. এল-এর বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং উক্ত বিট স্ট্রিম চিত্রটি মূল শব্দগুলির জন্য অনুসন্ধান করা হয়েছিল।যাইহোক, 'সার্চ হিট'-গুলির কোনওটিকেই প্রাসঙ্গিক হিসাবে বিবেচনা করা যায়নি।সুতরাং, আবেদনকারী যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ ব্যানার্জি এবং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও হুমকি সম্বলিত চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার অভিযোগের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়নি।যখন তথ্য প্রযুক্তির ৬৬ (সি) ধারার অধীনে অভিযোগির দাঁড়ানোর কোনও ভিত্তি নেই, তখন আইপিসির ৫০০/৫০৬ ধারার অধীনে অভিযোগও দাঁড়াতে পারে না।

5. অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মাননীয় আইনজীবী শ্রী রুদ্রগুপ্ত নন্দী কেস ডায়েরি পেশ করে বলেন যে, অনলাইন ব্যবসায়ী যেমন, ফ্লিফকার্ট, স্ন্যাপডেল,

মিন্ত্রা-কে প্রাপ্তিস্থানে মূল্য প্রদান-এর ('ক্যাশ অন্ ডেলিভারী') ভিত্তিতে তাদের কাছে করা প্রাসঙ্গিক অর্ডারের আইপি ঠিকানা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কম্পিউটারের আইপি ঠিকানা যথাযথভাবে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং আইপি অবস্থান এবং আইপি ঠিকানা থেকে এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে আবেদনকারী উক্ত আইপি ঠিকানা সহ কম্পিউটারটি ব্যবহার করছিলেন।

**6.** আবেদনকারীর জমা দেওয়া ব্রডব্যান্ড আবেদনপত্র, যেখান থেকে তাঁর পরিচয় এবং ছবিও তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকেও এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল।

**7.** কেস ডায়েরির বিষয়বস্তু সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখে এই আদালত মনে করে যে, ব্যারাকপুরের ১ম আদালতের মাননীয় বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন জি.আর. মামলা নং ৫৫৭২ সাল ২০১৫ সম্পর্কিত ২০১৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর আইপিসির ৫০০/৫০৬ ধারা এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৭ ধারা ৬৬ (সি) ধারার অধীনে ব্যারাকপুরের সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনের (এফ্. আই. আর. মামলা ) নং ১১ সাল ২০১৫ সম্পর্কিত চার্জশীট বাতিল করা বিচক্ষণতার কাজ হবে না।

8. উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য বর্তমান রিভিশনটি কোনও খরচ ছাড়াই দো-তরফা বিচারে বাতিল করা হয়।

9. কেস ডায়েরি মানানীয় পি.পি.-কে ফেরত দেওয়া হোক।

**আবেদন খারিজ করা হল।**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.